পঞ্চগড় ফেনী ও সাতক্ষীরা সীমান্তে উত্তেজনা

পঞ্চগড় সংবাদদাতা ॥ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে বিডিআর বনাম বিএসএফ সংঘর্ষের পর পরই পঞ্চগড় জেলার বিরোধপূর্ণ এবং অমীমাংসিত সীমান্ত এলাকায় নূতন করিয়া উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। যে-কোন মুহূর্তে সংঘর্ষের আশঙ্কায় উভয় পক্ষই সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, টহল ব্যবস্থা জোরদার, পরিখা খননসহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সীমান্তে অবস্থান নিয়াছে।

বর্তমানে পঞ্চগড় জেলার ২০ কিঃ মিঃ সীমান্ত এলাকা জুড়িয়া চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। ফলে বিডিআর সতর্কাবস্থায় সীমান্তে টহল জোরদার করিয়াছে। এইদিকে ভারতীয় জঙ্গী বিমানের মহড়াসহ বাংলাবান্ধা এবং ঘাগড়া সীমান্তে বিএসএফের উস্কানিমূলক তৎপরতায় জেলার সীমান্ত ঘেঁষা এলাকার লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে জেলার তেঁতুলিয়া থানা সদরের উপর দিয়া একটি ভারতীয় পর্যবেক্ষণ জঙ্গী বিমান টহল দেয়। ইহাছাড়া একই উপজেলার বিরোধপূর্ণ বাংলাবান্ধা সীমান্ত সংলগ্ন মহানন্দা নদীর তীরে গ্রোয়েন বাঁধ নির্মাণস্থলে বিএসএফ লাল পতাকা উত্তোলন করে। অন্যদিকে গত ৫৪ বছর ধরিয়া পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নের ক্ষুদিপাড়া, শিংপাড়া, অন্তুপাড়া গ্রাম এবং সংলগ্ন প্রায় ৩০ একর জমি ভারতীয়দের অবৈধ দখলে রহিয়াছে। সিলেটের পাদুয়ার মত বিডিআর উহা দখল করিতে পারে আশঙ্কায় বিএসএফ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্রামগুলি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তদুপরি অস্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প এবং পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রীও নিয়া আসিয়াছে বলিয়া সীমান্তবাসীদের বক্তব্যে জানা যায়। ইহাছাড়াও পঞ্চগড় জেলার ১১২৭ একর জমি ভারতের দখলে রহিয়াছে। কাগজে-কলমে এইসব জমি বাংলাদেশের। তথ্য অনুযায়ী সদর উপজেলার শিকারপুর ও আরাজী মৌজার ২০০ একর, তেলধার মৌজার ৫২ একর, কাজলদীঘি মৌজার ৩৩১ একর, বোদা উপজেলার নাওতরী মৌজার ৪৫৩ একর, দেবত্তর বদেশ্বরী মৌজার ১০৪ একর ও দেবীগঞ্জ উপজেলার চিলাহাটি মৌজার ৩৫ একর জমি। দখলকৃত এইসব জমির ৭৬৭ হইতে ৭৭৮নং পিলার বরাবর। এই ব্যাপারে ৪১ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আব্দুল কাদিরের সহিত যোগাযোগ করার চেষ্টা করিলে তিনি সীমান্তে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার হইতে জানান হয়। তবে বাংলাবান্ধায় বিএসএফ-এর লাল পতাকা উড়ানো এবং ঘাগড়া সীমান্তের ক্ষুদিপাড়ায় বিএসএফ-এর সশস্ত্র অবস্থানের সত্যতা বিডিআর-এর একটি সূত্র স্বীকার করিয়াছেন।

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ প্রচন্ড সংঘর্ষের পর সাতক্ষীরা ও ফেনী সীমান্তের ওপারে বিএসএফ শক্তি বৃদ্ধি ও ভারী অস্ত্র মজুদ করিয়াছে। এপারে বিডিআরও প্রস্তুত। দুই সীমান্তেরই গ্রামের মানুষদের মনোবলও চাঙ্গা। তাহারা যেকোন আগ্রাসী হামলার উপযুক্ত জবাব দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বলিয়া গতকাল শুক্রবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের সাতক্ষীরা সংবাদদাতা জানাইয়াছেনঃ সাতক্ষীরার সীমান্ত বরাবর বিএসএফ চৌকিগুলিতে শক্তি ও ভারী অস্ত্রের মজুদ করা হইয়াছে। এপারে বিডিআর সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রহিয়াছে। সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সতর্ক থাকিবার আহবান জানান হইয়াছে।

সীমান্তের এপারের প্রত্যক্ষদর্শীরা ও ভারত হইতে ফেরত পাসপোর্টধারী যাত্রীরা জানাইয়াছেন, ওপারে বিএসএফ চৌকিগুলিতে সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। সীমান্তের গ্রামগুলিতে মানুষের দৃঢ় মনোবল দেখা গিয়াছে। তাহারা যেকোন আগ্রাসী হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত। সীমান্ত জুড়িয়া আতংক দেখা গেলেও কোন উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় নাই। চোরাচালান অব্যাহত রহিয়াছে তবে কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। জেলার কলারোয়া হইতে শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন কৈখালি পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশের ১৩৮ কিলোমিটার সীমান্ত বিস্তৃত।

ফেনী হইতে সংবাদদাতা জানাইয়াছেনঃ ফেনী সীমান্তের বিরোধপূর্ণ মহুরীর চর এলাকায় বিএসএফ ভারী অস্ত্রের যোগান এবং সৈন্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এপারে বিডিআর প্রস্তুত। গ্রামবাসী আতংকগ্রস্ত হইলেও মনোবল হারায় নাই। তাহারাও প্রস্তুত।

ফেনীর পরশুরাম উপজেলার মুহুরীরচরের ৫২ দশমিক ৫ একর জমি লইয়া গত ৩০ বছর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। মুহুরীচর লইয়া এযাবৎ ৩৮ বার বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষ হইয়াছে।

গতকাল সরেজমিনে গিয়া দেখা যায়, মুহুরীরচর সংলগ্ন ভারতের অভ্যন্তরে আইসিনগর, আমজাদনগর ও বিলোনীয়া চৌকিতে বিএসএফ বিভিন্ন জায়গায় তাঁবু বসাইয়াছে। বিভিন্ন অবস্থান হইতে তাহারা বাংলাদেশের উপর কড়া নজর রাখিতেছে। এপারে বিডিআর মজুমদারহাট ও নিজ কালিকাপুর চৌকি হইতে বিএসএফ-এর গতিবিধির উপর নজর রাখিতেছে। বিলোনীয়া কাষ্টমস্ চেকপোষ্ট দিয়া গত তিনদিন বৈধভাবে কোন লোক যাতায়াত করে নাই।

ইউএনবির খবরঃ চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্ত বরাবর বিডিআর সতর্কাবস্থায় রহিয়াছে। সীমান্ত চৌকিগুলিতে শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে।

দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি জিল্লুরের ধিক্কার দিবস পালনের আহ্বান

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান গত পহেলা বৈশাখ রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালী সংস্কৃতি বিরোধী অপশক্তি কর্তৃক বোমা হামলা ও পৈশাচিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আগামীকাল ২২শে এপ্রিল আহূত দেশব্যাপী 'গণধিক্কার দিবস' পালনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন। গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে জিল্লুর রহমান রাজধানী ঢাকাসহ সকল জেলা, উপজেলা, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে গণধিক্কার দিবস পালনের আহবান জানান।

নগর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

মহানগর আওয়ামী লীগের এক জরুরী বর্ধিত সভা আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। মহানগর সাধারণ সম্পাদক ও নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম মহানগরের সকল নেতা, দলীয় এমপি, ওয়ার্ড কমিশনার, সকল থানা, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সমন্বয় কমিটির প্রতিবাদ সভা

বোমা হামলার প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি আজ শনিবার বিকাল ৪টায় রমনার বটমূলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিয়াছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে ১০ জন আহত

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ॥ গত বৃহস্পতিবার বিকালে কালীগঞ্জ উপজেলার মঙ্গলপোতা বাজারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কর্মী

সমর্থকদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ১০ জন আহত হইয়াছে। আহত দুইজনকে যশোর এবং পাঁচজনকে ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। এলাকায় উত্তেজনার প্রেক্ষিতে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যে, বারোবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদক একদল কর্মীসহ এই বাজারে সভা করিতে গেলে বিএনপি'র কর্মীরা তাহাদের উপর হামলা করে। ফলে তিন কর্মী আহত হয়। বিএনপি'র অভিযোগ ঃ পিরোজপুর ও বারোবাজার হইতে আওয়ামী লীগের লোকজন মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেলযোগে মঙ্গলপোতা বাজারে গিয়া হামলা করে। ফলে তাহাদের ৭-৮ জন আহত হয়। তাহারা বাড়ীঘরেও চড়াও হয়। পুলিশ সুপার জানান, বাড়ীঘরে হামলা বা ভাংচুরের কোন ঘটনা ঘটে নাই। কালীগঞ্জ থানায় মামলা হইয়াছে।

দেশের সাধারণ মানুষ হরতাল ও ভাওতাবাজির রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে

আমু

ঝালকাঠি সংবাদদাতা ॥ খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বলিয়াছেন, এ দেশের সাধারণ মানুষ অকারণ হরতাল, ভাওতাবাজি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের জনকল্যাণমুখী রাজনীতির প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছে। আমু গত বৃহস্পতিবার বিকালে ঝালকাঠি সদর উপজেলার ভাটারাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। ইহার আগে তিনি ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি সড়ক নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত পৃথক সমাবেশেও বক্তব্য রাখেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কেরামত আলী। সভা ও সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক তালুকদার, সাবেক চেয়ারম্যান মোদাচ্ছের আলী হাওলাদার, আঃ মজিদ তালুকদার প্রমুখ।

ঝিনাইদহের গ্রামে মহিলার আগুনে পোড়া লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ॥ বৃহস্পতিবার পুলিশ হরিনাকুন্ডু উপজেলার রাধানগর গ্রাম হইতে ভুষা (২৮) নামে এক মহিলার আগুনে পোড়া লাশ উদ্ধার করিয়াছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ভুষা একই গ্রামের আলমের সাথে প্রেম করিয়া বিবাহ করে। তাহার পর তাহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ভুষা স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। বুধবার সে ঝিনাইদহ আদালতে আসে। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া যায় না। বৃহস্পতিবার তাহার আগুনে পোড়া লাশ স্বামীর বাড়ীর পার্শ্বে পাওয়া যায়। পুলিশে খবর দিলে একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করিয়া লাশ মর্গে পাঠান হয়। তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে না সে আত্মহত্যা করিয়াছে পুলিশ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারে না। তবে নিহত মহিলার স্বামী পলাতক রহিয়াছে।